বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

গ্রীন ডেল্টা এইমস টাওয়ার (লেভেল-১০)
৫১-৫২ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.bac.gov.bd

বিষয়: ৩০ আগষ্ট, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) এর ইনোভেশন টিমের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন পরিচালক (কিউএ এন্ড এনকিউএফ), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
সভার তারিখ	:	৩০.০৮.২০২১ খ্রি:
সভার সময়	:	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
উপস্থিতি	:	জনাব মোহাম্মদ আবদুল আলীম, উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), বিএসি, ঢাকা জনাব মো: আরাফাত হোসেন, সহকারী পরিচালক, বিএসি, ঢাকা জনাব মোস্তফা জহির উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিএসি, ঢাকা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পরিচালক (কিউএ এন্ড এনকিউএফ) জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন এর সভাপতিত্বে বিএসি'র ইনোভেশন টিমের ১ম সভা বিগত ৩০ আগষ্ট, ২০২১ খ্রি. তারিখে কাউন্সিলের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করলে ইনোভেশন টিমের সদস্য সচিব সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা পর্যালোচনা;

উপস্থাপনা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

আলোচনা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমবারের মত ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। নবগঠিত এ প্রতিষ্ঠানে অনেক কাজই প্রথমবারের মত করতে হয়েছে বিধায় ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অংশ হিসেবে ২০২০-২১ অর্থবছরে কোন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন, সেবা সহজিকরণ বা সেবা ডিজিটাইজ করা সম্ভব হয় নি। তবে ২০২১-২২ অর্থ বছরে কাউন্সিলের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর আলোকে প্রণীত ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সভার সবাই গুরুত্ব আরোপ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-২। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা;

ই-গর্ভানেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য সম্পাদিত কর্ম সম্পাদন চুক্তি অনুসারে কাউন্সিল কর্তৃক সেবা সহজিকরণ, সেবা ডিজিটাইজেশন, ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মশালা আয়োজন, ই-গর্ভানেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকপ্পনা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ-

২.১। উপস্থাপনা: একটি সেবা সহজিকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

আলোচনা: এপিএ ২০২১-২২ অনুসারে ২৫/০২/২০২২ তারিখের মধ্যে কাউন্সিলের একটি সেবা সহজিকরণের বাধ্যবাদকতা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিয়মিত ভাবে সভা/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। বর্তমানে বিএসি এই সকল সভা/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সম্মানী স্ব-স্ব অংশগ্রহণকারীকে চেকের মাধ্যমে প্রদান করছে। উক্ত সম্মানী ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের নিজ ব্যাংক হিসাবে আরও সহজে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে প্রদান করা সম্ভব মর্মে সভা ঐক্যমতে পৌছায়। উক্ত সেবাটি সহজিকরণের ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সম্মানী EFT পদ্ধতিতে প্রদানের মাধ্যমে উক্ত সেবাটি সহজিকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.২। উপস্থাপনা: একটি সেবা ডিজিটাইজকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

আলোচনা: এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আগামী ৩০/১২/২০২১ তারিখের মধ্যে বিএসিকে একটি সেবা ডিজিটাইজেশন করতে হবে। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম শুরু করবার লক্ষ্যে বিএসি অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছে। বাংলাদেশে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম সম্পূর্ণ নতুন। অ্যাক্রেডিটেশন আইন অনুসারে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজন কাউন্সিলের অন্যতঅম দায়িত্ব। প্রস্তুতকৃত অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়ালের মুদ্রিত কপির পাশাপাশি ফ্ল্যাশ এবং আডিও-ভিজুয়াল কন্টেন্টের সমন্বয়ে একটি ডিজিটাল কপি তৈরি করলে তা স্বল্প সময়ে সহজেই কাউন্সিলের বিপুল সংখ্যক স্টেক হোল্ডারদের কাছে পৌছে দেয়া সম্ভব হবে। একই সাথে ম্যানুয়ালে উল্লিখিত অ্যাক্রেডিটেশন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, শর্ত, করণীয়, আবেদন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়সমূহও অ্যাক্রেডিটেশন প্রত্যাশীদের নিকট সহজে বোধগম্য হবে। তাই বিএসি'র অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়ালটি ডিজিটাইজ করার বিষয়ে সভার সকলে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়াল ডিজিটাইজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৩। উপস্থাপনা: ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

আলোচনা: বিএসি প্রথমবারের মত ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিতে এই অর্থবছরেই কাউন্সিলের দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিস্পত্তি করার শর্ত রয়েছে। কাউন্সিলে ই-নথি কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে a2i কে লিখিত ভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তখন a2i কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল যে তাদের ই-নথি'র সংশ্লিষ্ট সার্ভারের আপগ্রডেশন কার্যক্রম চলমান থাকায় নতুন প্রতিষ্ঠানকে ই-নথিতে অন্তর্ভুক্তি সাময়িকভাবে বন্ধ আছে এবং আপগ্রেডেশন হওয়া মাত্রই কাউন্সিলকে ই-নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিষয়টি সভাকে সভাকে অবহিত করা হয়। যেহেতু ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাউন্সিলের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর প্রতিশ্রুতিসমূহের একটি তাই a2i কর্তৃপক্ষেকে কাউন্সিলের এপিএ বাস্তবায়নের জন্য ই-নথি চালুকরণের গুরুত্ব জানিয়ে পুনরায় পত্র দেয়া ও ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করার জন্য সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে ই-নথি কার্যক্রম চালুকরণের লক্ষ্যে a2i দপ্তরে পুনরায় তাগিদপত্র প্রেরণ করা হবে।

২.৪। উপস্থাপনা: ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

আলোচনা: এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে অর্থ বছরের প্রতি কোয়ার্টারে একটি করে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। এ শর্ত বাস্তবায়নের অন্য ''৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের উচ্চ শিক্ষা'' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনের ব্যাপারে সবাই মত দেন। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের

চেয়ারম্যান, আইকিউএসি সেলের পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রথম কোয়ার্টারের কর্মশালা অক্টোবর মাসেই আয়োজন করতে হবে মর্মে সবাই মত দেন।

সিদ্ধান্ত: আগামী অক্টোবর মাসে ''৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের উচ্চ শিক্ষা'' শিরনামে ১টি কর্মশালা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

২.৫। উপস্থাপনা: কাউন্সিলের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

আলোচনা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ২০১৯ সালে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করে। কার্যক্রম শুরু হবার পর a2i এর সহায়তায় কাউন্সিলের নিজস্ব তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়। ইতোমধ্যে কাউন্সিলের তথ্য বাতায়নে অধিকাংশ তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। সভায় কাউন্সিলের অফিস আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, খবর এবং তথ্য বাতায়নের সেবাবক্স সমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেই সাথে কাউন্সিলের বিভিন্ন প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করার ব্যাপারেও সভার সকলে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: ইনোভেশন টিমের তত্ত্বাবধায়নে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোস্তফা জহির উদ্দিন তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করবেন।

২.৬। উপস্থাপনা: ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

আলোচনা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এপিএ অনুসারে কাউন্সিলে অক্টোবর ২০২১ এর মধ্যে 'ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন' সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করার বাধ্যবাদকতা রয়েছে। এ প্রশিক্ষণে সরকারের বিভিন্ন ইনভেশন টিমে দায়িত্ব পালন করা অভিজ্ঞ কোন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক হিসেবে আনার বিষয়ে সভা ঐক্যমতে পৌছায়।

সিদ্ধান্ত: চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে আগামী ১৮/০৯/২০২১ তারিখে কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

৩০/৮/২০২১

(মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন)
পরিচালক (কিউএ এন্ড এনকিউএফ)
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো :

১। প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম, সচিব, বিএসি, ঢাকা।
২। জনাব মোহাম্মদ আবদুল আলীম, উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), বিএসি, ঢাকা ।
৩। জনাব মোঃ আরাফাত হোসেন, সহকারী পরিচালক, বিএসি, ঢাকা।
৪। জনাব মোস্তফা জহির উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিএসি, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএসি, ঢাকা। (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬। অফিস কপি।